



353999 - কোন দশে প্রবেশ করার জন্য মথিয়া বলা

প্রশ্ন

এক দশে এযাম্বাসতি আমার ইন্টারভিউ আছে। আমার পক্ষে সে দশে যাওয়া সম্ভবপর হবে না; যদি না আমি মথিয়া না বলি; যে মথিয়াতে কারো কোন ক্ষতি নাই। এতে আমার উপকার রয়েছে। যমেন আমি বলব যে, আমার এক বন্ধু আমার কাছে আমার দশে বড়োনের পর আমাকে তার কাছে তার দশে বড়োতে যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ আমার কোন বন্ধু নাই। কিন্তু আমি সে দশে যেতে চাই। এ অবস্থায় মথিয়া বলা কি আমার জন্য জায়গা হবে? এ সফরে পর আমি যদি কোন চাকুরী পাই সেটা কি হারাম হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মূল বধিান হচ্ছে: মথিয়া হারাম, নিন্দনীয় এবং নষিদিধ; ব্যতকিরম কিছু অবস্থা ছাড়া। সসেব ব্যতকিরম অবস্থার মধ্যে আপনার অবস্থাটি পড়ে না। কেননা আপনার অবস্থাটি অন্যরে অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত; সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিবে তাদের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছে। তাই এই শর্তগুলোর ক্ষেত্রে মথিয়া বলা ও ছল-চাতুরি করা নাজায়ে।

এটাই মূল বধিান। কিছু ব্যতকিরম অবস্থা রয়েছে; যগুলোর ক্ষেত্রে খাস ফতোয়া রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় সত্য নকীর পথ দেখায়। নকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। নশিচয় ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এক পর্যায়ে অতশিয় সত্যবাদী হয়ে যায়। নশিচয় মথিয়া পাপের পথ দেখায়। পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। নশিচয় ব্যক্তি মথিয়া বলতে থাকে। এক পর্যায়ে তাকে আল্লাহর কাছে মথিাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।” [সহি বুখারী (৫৬২৯) ও সহি মুসলিম (৪৭১৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি জাহান্নামে।” [বাইহাক্বীর ‘শুআবুল ঈমান’, আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৬৭২৫) হাদিসটিকে সহি বলছেন এবং বুখারী তাঁর সহি গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘তালীক’ হিসেবে এই ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন: “ধোঁকাবাজি জাহান্নামে। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যা আমাদের শরিয়তে নাই সেটা প্রত্যাখ্যাত।”]



দুই:

যে ব্যক্তি হারাম মথিয়ার আশ্রয় নিয়ে কোন দেশে প্রবশে করার পর সেই দেশে কোন বধৈ চাকুরী করে তার সে চাকুরী করা হারাম হবে না; যদি চাকুরীদাতা এমন কোন শর্ত না করে যে, সেই দেশে বধৈভাবে প্রবশে করতে হবে। এমনটি শর্ত করে থাকলে তার সাথে ধোঁকাবাজি করা ও মথিয়া বলা হারাম।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।